শিক্ষা তথ্য ও
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 22 JUN 1989
পৃষ্ঠা ... কলাম 3

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সমাচার

কিছুদিন পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক ছাত্রী লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এর প্রেক্ষাপটে আরো কতিপয় ঘটনা সচেতন দেশবাসীর জ্ঞাতার্থে বলছি--

কিছুদিন পূর্বে ছাত্রী লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনাটিই প্রথম নয়। গত বিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস চলাকালীন সময়ে ক্যাম্পাসে বসবাসরত জনৈক শিক্ষকের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া মেয়ে লাঞ্ছিত হয়। লোকলজ্জা ও প্রাণের ভয়ে তিনি তা চেপে যান। সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়নি। তবে ক্যাম্পাসে বসবাসরত অনেকেই জানেন। আমার জানামতে চলতি বছরেই এরূপ ঘটনা আরো ৩/৪টি ঘটে, তার মধ্যে এইটি একটিমাত্র সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

বর্তমানে ক্যাম্পাসে যারা পরিবার-পরিজন নিয়ে বসবাস করেন তারা এক প্রকার জিম্মি হয়ে আছেন বিশেষ এক ছাত্র সংগঠনের কাছে। মা-বোনদের নিয়ে রাস্তায় বের হওয়া দূরে থাক সন্ধ্যার বহু পূর্বেই ঘরে দরজা বন্ধ করে বসে থাকতে হয়। কিন্তু স্মৃতি বলে, মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় যখন ক্যাম্পাস ছিল একেবারেই ফাকা তখনও এমন অসহায় অবস্থা হয়নি।

গত দুই বছরে ক্যাম্পাসে বসবাসরত বাসা সমূহে প্রায় অর্ধশত ডাকাতি সংঘটিত হয়। আমার জানামতে কেউ ধরা পড়েনি বা গ্রেফতার হয়নি। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পাহাড় ঘেরা। চট্টগ্রাম শহর থেকে ১২ কিঃ মিঃ দূরে প্রকৃতির মনোরম পরিবেশে এটি অবস্থিত। এখানে নিরাপত্তাজনিত সমস্যা কখনও দেখা দেয়নি। যখন শ' খানেক মেয়ে পড়ত টিনের ছাউনি দেওয়া দেওয়ালবিহীন হলে আর যখন তখন শিয়াল ঢুকতো রুমে। বাজার ছিল ৩ মাইল দূরে, রাস্তায় লোক দেখা যেত কদাচিৎ, তখনো কিন্তু এ ধরনের ঘটনা ঘটেনি।

কিন্তু আজ ২ নং গেটে জমজমাট বাজার বসেছে। দেয়েরা সুরক্ষিত হলে বাস করে সেই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের গভীর পাহাড়ে নিম্ন বেতনভুক কর্মচারীরা রচনা করেছে বসতি আর ছেলেমেয়ের সংখ্যা হাজারে হাজার। সেখানে আজ এরূপ ঘটনা ঘটছে। এ লজ্জা সমগ্র দেশবাসীর। ব্যর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন।

ছাত্রী লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনার বিবরণ 'বাংলার বাণী' ও 'সংবাদ' পত্রিকায় প্রকাশ পাওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মোড়ল ছাত্র সংগঠন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বাংলার বাণী ও সংবাদ বিক্রি ও বিতরণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। মাইকে ঘোষণা করেছে এই পত্রিকা দু'টি কারো কাছ থেকে পেলে তার নিস্তার নেই। এ কোন জগতে আমরা বসবাস করছি?

বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যে সম্পূর্ণ ব্যর্থ তার প্রমাণ হচ্ছে ছাত্রী লাঞ্ছিত হওয়ার পর প্রশাসনের সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ। ক্যাম্পাসের কতিপয় স্থানে ছাত্রীদের যাতায়াত নিষিদ্ধ করেছেন কর্তৃপক্ষ। সেগুলো হচ্ছে (ক) বোটানিক্যাল গার্ডেন, (খ) নিকুঞ্জ বন, (গ) ভিসির বাংলার কাছে-পিঠে।

বোটানিক্যাল গার্ডেনে মেয়েরা যাবে না, তবে বোটানীর ছাত্রীরা তাদের ব্যবহারিক ক্লাস করবে কি করে? প্রায়ই বোটানীর ছাত্র ছাত্রীদের ব্যবহারিক ক্লাস বোটানিক্যাল গার্ডেনে থাকে।

নিকুঞ্জ বন বিশ্ববিদ্যালয় ফ্যাকাল্টি সংলগ্ন। ফ্যাকাল্টি ও নিকুঞ্জ বন আলাদা করে দেখার উপায় নেই। এখন প্রশ্ন প্রকারান্তরে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কি মেয়েদেরকে ফ্যাকাল্টিতে ক্লাস না করার জন্য নির্দেশ দিলেন?

আর ভিসি সাহেবের বাংলোর আশেপাশে ভয়ের কারণ কি? এ থেকে বোঝা যায় ভিসি সাহেবের বাংলোও নিরাপদ নয়।

সমগ্র বাংলাদেশে উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ছাত্র নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু চাকসু নির্বাচন এখনো হয়নি। আমরা অভিভাবকরা ও সমগ্র দেশবাসী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে জানতে চাই, নির্বাচন না করার কারণ কি? শোনা যায় ছাত্রীরা ভোট দিলে নাকি একটি বিশেষ ছাত্র সংগঠনের জেতার সম্ভাবনা একেবারেই নেই। তাই ছাত্রীদের ভয়ভীতি দেখিয়ে লাঞ্ছিত করে হল থেকে তাড়িয়ে অর্থাৎ তাদের জন্য একটি অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে ভোটের ব্যবস্থা করা এবং ভোটে জেতা। তাদের এই ঘৃণিত নীল নকশা বাস্তবায়নে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নাকি এক পায়ে খাড়া।

পরিশেষে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের দু'একটি কথা বলে আমার চিঠি শেষ করছি।

দু'বার পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে প্রায় ২০ জন শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয় (স্কুল ও কলেজ শাখায়)। লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় এবং কলেজের সিলেকশান কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত প্রার্থীদের অজ্ঞাত কারণে বাদ দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট বাদ দেন কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে, যদিও সিলেকশান কমিটির চেয়ারম্যান প্রো-ভিসি। কারণ একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মোড়ল ছাত্র সংগঠনটির আশীর্বাদপুষ্ট নয় যারা সিলেকশান পেয়েছিলেন তারা।

পরবর্তীতে নতুন বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে উক্ত বিশেষ ছাত্র সংগঠনটির নির্বাচিত ব্যক্তিদেরই নিয়োগপত্র দেওয়া হয় কলেজ ও স্কুল শাখায়।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মেয়েদের মনোনীত করেননি, কলেজে নাকি মেয়েদের পড়ানো বে-শরিয়তী কাজ। অত্যন্ত যোগ্য পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকারী অর্থনীতির প্রভাষক হিসাবে যে মহিলা নির্বাচিত হয়েছিলেন তাকেও কোন কারণ ব্যতিরেকে বাদ দেয়া হয়।

এ সকল অনিয়ম ও স্বেচ্ছাচারিতার অবসান কবে হবে এই আশায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকরা প্রহর গুনছেন। সদাশয় সরকার এ ব্যাপারে নজর দেবেন কি?

জনৈক অভিভাবক

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পরীক্ষা প্রসংগে

আমরা রাজশাহী বোর্ড হতে ১৯৮৬ সালে এইচ এস সি পাস করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনেই ডিগ্রী ক্লাসে ভর্তি হই। সেই হিসেবে আমরা ১৯৮৮ সালের ডিগ্রী পরীক্ষার্থী। একই সাথে এইচ এস সি পাস করে যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ডিগ্রীতে ভর্তি হয়েছিল তাদের পরীক্ষা ১৯৮৮ সালেই অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং তাদের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। অথচ আমরা ১৯৮৮ সালের পরীক্ষার্থী হয়েও ১৯৮৯-তে এ পর্যন্তও পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারলাম না। একই দেশে ভিন্ন নিয়ম কেন? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যদি ঠিক সময়ে পরীক্ষা নিতে পারে তবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পারে না কেন?

উল্লেখ্য, আমাদের পরীক্ষার প্রথম তারিখ হয়েছিল ২রা মার্চ '৮৯। তা পরিবর্তন করে ২৩শে মে করা হয়। কিন্তু তাও পরিবর্তন করে ২৫শে মে করা হলো। কর্তৃপক্ষ কি স্থির মস্তিষ্কে পরীক্ষার তারিখ দেন না? কি করে ২৫শে মে-র পরীক্ষা ২৫শে জুন করা হলো? দেশের তরুণ সমাজ যখন নানা হতাশা আর বেকারত্বে ভুগছে, তখন পরীক্ষার তারিখ এভাবে পিছানো মানেই তাদেরকে আরও দুর্বিষহ জীবনে ফেলে দেয়া হচ্ছে। কর্তৃপক্ষ সেশান জট নিরসন করছেন, না আরো বাঁধাচ্ছেন?

ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট আমাদের আকুল আবেদন এই যে, আমাদের পরীক্ষা যেন অবশ্যই ২৫শে জুন অনুষ্ঠিত হয়। কোনক্রমেই যেন আর তারিখ পরিবর্তন করা না হয়।

শহীদুল, আইয়ুব,
ডিগ্রী পরীক্ষার্থী, ১৯৮৮
আকবর আলী সরকারী কলেজ,
উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ।